তারিখ 25 APR 2016
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

সমকাল

হাতিয়ায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারেনি

■ নোয়াখালী (উত্তর) ও হাতিয়া প্রতিনিধি

সীমানা বিরোধে ১০ বিদ্যালয়ে তালা

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউনিয়ন ও নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার হরণি ইউনিয়নে সীমানা বিরোধকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জের ধরে রামগতির লোকজন বৃহস্পতিবার হাতিয়া উপজেলার বয়ারচর এলাকায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বের করে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এতে ওই বিদ্যালয়গুলোর প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী শনিবার থেকে দেশব্যাপী শুরু হওয়া প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। হামলার ভয়ে শিক্ষকরাও বিদ্যালয়ে আসতে পারছেন না। এ ঘটনায় তালাবদ্ধ ১০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা শনিবার হাতিয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

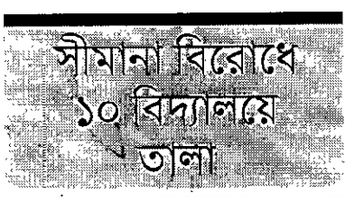

হাতিয়ার হরণি ইউনিয়নের বয়ারচর নামক এলাকাটি রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউপি চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম সুমনসহ ওই ইউনিয়নবাসী তাদের বলে দাবি করে আসছেন। কিন্তু কাগজে-কলমে ও ভূমি রেকর্ডপত্রে বয়ারচর হরণি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। চরগাজী ইউপি চেয়ারম্যান ও তার লোকজন বয়ারচর এলাকা চরগাজী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দাবি করে বয়ারচর এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে দফায় দফায় হামলা, ভাংচুর, সরকারি কাজে বাধা দান ও স্থানীয় লোকজনকে মারধর করে আসছে। এই ঘটনায় সরকারি কাজে বাধা দান অপহরণ, হামলা, ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও ঘটনার অভিযোগে চরগাজী ইউপি চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম সুমনসহ তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে হাতিয়া থানায় একাধিক মামলা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দিনদিন বেড়েই চলছে গত বৃহস্পতিবার রামগতির লোকজন বয়ারচর এলাকায় হামলা চালিয়ে ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আড়াই হাজার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জোরপূর্বক বিদ্যালয় থেকে বের করে দিয়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে– মীর আদর্শ গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরেস্ট সেন্টার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাংকির বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহাবুদ্দিন সমাজ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়ারচর প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, দশদাগ আদর্শ গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোল্লা গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আলী বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

নোয়াখালী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন সিদ্দিকী ও হাতিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ভবরঞ্জন দাস ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বিদ্যালয়ে হামলা ও তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার কারণে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি।